দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের?

আবারও দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের। যার শুরুটা হলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির রীতিমত তোপ দাগলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি জানালেন খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর। যদিও বিএনপি-জামায়াতের দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এটেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরসহ ৫ নেতা। খালেদার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া শেষে সেখান থেকে বের হন দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। এ সময় উপন্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের আমির আব্দুর রহমান মুসা, সহকারী সেক্রেটারি ডা.ফখরুদ্দিন মানিক, প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

এদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছেন বলে জানায় মেডিকেল বোর্ড। সোমবার বোর্ডের সদস্যরা আরও জানান, দেশের চিকিৎসা দিয়ে আর বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

সংবাদ সম্মেলনের পরের দিনেই পুরোনো বন্ধু জামায়াত হাসপাতালে সাক্ষাতে যাওয়া নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে রাজনীতির অঙ্গনে বেশ কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন চলছে। যদিও এ বিষয়ে বিএনপি কিংবা জামায়াতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ফলে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যকার সম্পর্ক আসলেই ছিন্ন হয়ছে নাকি কৌশল সে বিষয়টি সামনে চলে আসছে। যেহেতু সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনো দলই এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি তাই সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি নিয়ে এখনই বলার মতো সময় আসেনি।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা

সংকটাপন্ন। তাকে দ্রুত দেশের বাইরে পাঠানোর দাবিও করেন তিনি। বিএনপির সাথে জামায়াতের ঘনিষ্টতা আরও বেড়েছে কি না এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি দলটির আমির। যদিও গত জুনে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সমাবেশে বলেছিলেন ‘বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের জোট এখন আর কার্যকর নেই, কিন্তু আমরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে আছি।’দীর্ঘদিন পরে তারা রাজনৈতিক সহযোদ্ধার খোঁজে নিতে গেছে জামায়াত নেতারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, উনি শুনেছেন। এছাড়া এবিষয়ে কোন তথ্য তার কাছে নেই।

জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক সবসময়েই ছিলো উল্লেখ করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘ওরা কৌশলগতকারণে সম্পর্কহীনতার কথা বলে। তারা ভোটের আগে শক্তি দেখাতে এবং জনমানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দৃশ্যমানতা তৈরি করতে চাইবে। তবে এই দেশের জনগণ আর তাদের গ্রহণ করবে না।’

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি নেতা আবদুল্লাহর মতবিনিময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ভিপি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

বিএনপি’র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে চলমান এক দফা আন্দোলন বাস্তবায়ন ও আগামী দিনে গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন তিনি।

মেহেরপুর লা-ভোগ রেস্টুরেন্টে গতকাল সোমবার দুপুরে আয়োজিত এই মতবিনিময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মুরাদ আলী,

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন ও সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম।

এসময় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল ছিল ঝিনাইদহ।

গত ১৫ বছরের মধ্যে আজ সোমবার (৯ অক্টোবর) ছিল ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সবচে বড় শোডাউন। এক দফার দাবী আদায়ে হাজারো বিএনপি নেতাকর্মী জেলার ৬ উপজেলা থেকে সমবেত হয় ঝিনাইদহ শহরে। নেতাকর্মীদের গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ। শহরের অলিগলি দিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সামিল হয় মুল মিছিলে। সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, আরাপপুর, চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড, মডার্ণমোড়, আদর্শপাড়া, হামদহ ও উজির আলী স্কুল এলাকাসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রেসক্লাব থেকে উজির আলী স্কুল মাঠ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হাটের রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে শহরের হাটের রাস্তায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, বিএনপি নেতা মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মাহবুবুর রহমান শেখর, আলমগীর হোসেন, শাহজাহান আলী, জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান, মুশফিকুর রহমান মানিক, শ্রমিক দল নেতা আবু বকর,

টোকন জোয়ারদার, রুহুল আমিন পিকুল ও রেজাউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিতে হবে। নইলে পরবর্তী পরিস্থির জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। তিনি বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা তলে তলে ঠিক থাকার কথা বললেও এই সরকারের তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করেছে। যে কোন সময় বঙ্গপোসাগরে ডুবে যাবে।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়াকে ‘গণতন্ত্রের মা’ ও দেশনেত্রী আখ্যায়িত করে তার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবি সহ অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবি আদায়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কলেজ মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে যেয়ে শেষ হয়।

এর আগে কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপির নেতা কর্মীরা। মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা বিএনপি সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জাবেদ মাসুদ মিল্টন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

এ সময় মাসুদ অরুন বলেন,’শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য

পাঠাতে হবে।

অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। সরকার পতনের আন্দোলন এই মেহেরপুর থেকেই শুরু হবে। ‘

নির্ভার আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী, তলে তলে প্রচারে বিএনপিও

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উজ্জীবিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এরইমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তারা। নির্বাচনী কাজের সেই পালে যেন হাওয়া লেগেছে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পর। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচারে নেমেছে দলের নেতাকর্মীরা। একই সাথে শুরু হয়েছে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির কাজ। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, তলে তলে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে বিএনপিও। দলের নেতাকর্মীদের সাথে সভা, জনসংযোগ করার পাশাপাশি কেউ কেউ পোস্টারও ছেপেছেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলছেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল, নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত। এদিকে জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনএফসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এখন নির্বাচনমুখী।

আওয়ামী লীগের একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর দলের কার্যনির্বাহী সংসদের নেতারা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এসময় তিনি দলের নেতাদের পুরোদমে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দেন। এসময় দলীয় সভানেত্রী তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। গত ১৫ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎখাতসহ দেশে যে সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে তা গ্রামপর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরা; বিএনপি মিথ্যার রাজনীতি করে, সেই

এদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করছে বিএনপিও। দেশের অনেক সংসদীয় আসনে বিভিন্ন দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের পোস্টারও। বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিএনপি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে যে রোড মার্চ, সভা- সমাবেশ করছে এর মধ্য দিয়ে দলটি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে বিএনপি ভোটে অংশ নেবেনা। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের মতো বর্তমান সরকারের অধীনে শেষ মুহূর্তে যদি বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে তারও বিকল্প প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত। নির্বাচনের জন্য আলাদা করে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। বিএনপি যে কয়েকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে সেটাও নির্বাচনের মাধ্যমেই। এখন বিএনপির চলমান আন্দোলন যেটাও অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে।

এছাড়া জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনএফসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এখন নির্বাচনমুখী। এসব দলের নেতাকর্মীরাও মাঠ পর্যায়ে তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় কারাগারে বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ দালতের বিচারক মো: শহিদুল্লাহ তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর

আদেশ দেন।

আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলূ, জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, গাংনীর ২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।

আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ মিছিল গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে। এ মিছিল থেকে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।

ওই মামলায় উচ্চাদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ।

মামলায় আসামিপক্ষের কৌশলী ছিল অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল ইসলাম।

খালেদা জিয়ার ‘শর্তহীন’ বিদেশ যাত্রা কেন চায় বিএনপি?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দুই মাস ধরে হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা সংকটাপন্ন। প্রায়ই তাকে সিসিইউতে নেওয়া হচ্ছে। তারা মনে করছেন, দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা দিলে তিনি সেরে উঠতে পারেন।

যদিও আইনত তার এখন বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই। যদি যেতেই হয় তাহলে আদালতের মাধ্যমে তাকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু সেই অনুমতি চাইতে হলে আগে কারাগারে ফিরতে হবে। কারণ ইতোমধ্যে তিনি একটি সুবিধা নিয়েই সাজাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ বাসায় অবস্থান করছেন।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের কোনও শর্ত মেনে বিদেশে যেতে নেতাদের রাজি হতে বারণ করে দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন। প্রশ্ন হলো, কেন তিনি শর্ত ছাড়া যেতে চান। বিএনপিইবা কেন বা কোন যুক্তিতে তাদের চেয়ারপারসেনকে বিনাশর্তে বিদেশে নিতে চান। শুরু থেকেই বিএনপির আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে, সরকার চাইলে তাকে মুক্তি দিতে পারে। বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারে।

যদি ধরেও নিই সরকার চাইলে পাঠাতে পারবে। কেনো পাঠাবে? বিএনপি কি সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে? বিএনপি কি খালেদা জিয়ার শারিরীক পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলাপে বসতে চেয়েছে? আদালতের বাইরে নির্বাহী আদেশে সরকার প্রধান প্রথম দফা খালেদা জিয়াকে নিজ বাসভবনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলো। দ্বিতীয় দফাও সেভাবে কিছু করার সুযোগ সরকার কেনো নিবে? আদালতের বাইরে একাধিকবার এই পদ্ধতি অবলম্বন অন্য কারাবন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে কি? বিএনপি নিশ্চয় একবারের জন্যও সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন না।

৪০১ ধারার ক্ষমতাবলেই নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ২০২০ সালের মার্চে খালেদা জিয়াকে শর্তসাপেক্ষে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেয় সরকার। নতুন আবেদনের বিষয়ে আইনমন্ত্রী জানান, একই আবেদন বারবার নিষ্পত্তির সুযোগ নেই। এটি একবারই নিষ্পত্তি হয়। ফলে খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হলে পুনরায় জেলে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ফৌজদারি কার্যধারার ৪০১ এর একটি উপধারা অনুযায়ী দুটি শর্তে তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো সে আদেশও তারা বাতিল করবেন না জানিয়েছেন। ফলে সরকারের যে নির্বাহী আদেশে মিসেস জিয়া শর্তসাপেক্ষে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই আদেশ বাতিল না করলে তার আপাতত জেলেও ফেরত যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন সরকার কোন জায়গা থেকে বিনাশর্তে তাকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করবে?

একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে বিনাশর্তে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিলে

কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে? তিনি চিকিৎসা শেষ করে ফিরবেন তার নিশ্চয়তা থাকে না। এর আগেও এমন বহু নজির আছে যারা অপরাধ করে দেশত্যাগ করেছেন এবং তাদের আর ফেরানো সম্ভব হয়নি। সরকারের সাথে আলাপকালে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা উত্থাপিত হলে বিএনপি থেকে জানানো হয় জার্মানিতে যেতে চান তারা। সেখানে ইনটেনশনটা পরিস্কার হয়। তারা এমন জায়গায় যাওয়ার নিশ্চয়তা চান যাদের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি বাংলাদেশের নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খুনি শরিফুল হক ডালিম, মোসলেম উদ্দিন, রাশেদ চৌধুরী ও নূর চৌধুরীর অবস্থান প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হলেও তাদের ফেরত আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েও কোন উপায় বের করা যায়নি। নূর চৌধুরী কানাডায়, রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে, শরিফুল হক ডালিম স্পেনে এবং মোসলেম উদ্দিন জার্মানিতে আছেন বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন। আর খুনি খন্দকার আবদুর রশীদ ও আবদুল মাজেদ কোথায় আছেন সেটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না।

খালেদা জিয়ার সন্তান তারেক রহমান মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এরপর তার বিরুদ্ধে করা মামলায় সাজা হলে তাকে ফেরানোর কথা ওঠে। কিন্তু লন্ডন থেকে তাকে ফেরানোর কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফেরানো নিয়ে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন জানান, তারেক যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিসটেন্স বা এক্সটাডিশন নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি।

এতগুলো উদাহরণ যখন সামনে আছে তখন বিনা শর্তে কেনো খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিতে চান বিএনপি নেতারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা যদি তার মঙ্গল কামনা করতেন তাহলে অবশ্যই যে দেশেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো সেখানে নিতে চাইতেন। সেখানে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পাওয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য হতো। তারা শুরু থেকেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে রাজনীতি করে এসেছে। সেখানে সরকারকে বিপদে ফেলার ইনটেনশন যতোটা ছিলো, খালেদা জিয়াকে সারিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ততটো ছিলো কিনা সে প্রশ্ন করা এখন সময়ের দাবি।

অক্টোবরে ফয়সালার নামে বিএনপি কী করতে চায়?

গত বছরের ১০ ডিসেম্বর বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে, আর বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে এমন গুজব ছড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব ছিল দলটি। সাধারণ মানুষের মনেও অজানা আতঙ্ক বিরাজ করেছিল- কী যেন হয় ১০ ডিসেম্বর। আবারও সেই পথে হাঁটছে সেনা ছাউনি থেকে থেকে জন্ম নেওয়া দলটি। এবার তারা এমাসেই অর্থাৎ অক্টোবরেই বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে বলে দেশবাসীকে বিশ্বাস করাতে চাইছে।

নভেম্বরের শুরুতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর আগেই চূড়ান্ত আন্দোলনে দফারফায় পৌঁছাতে চায় বিএনপি। এজন্য অক্টোবরে রাজপথেই ফয়সালা করতে চায় বিএনপি, এবং সেটা রাজপথেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, ফয়সালা বলতে আদতে কি চায় বিএনপি?

কয়েক সপ্তাহ ধরে বর্তমান সরকার পতনের একদফা দাবিতে সরব হয় বিএনপি। কিন্তু এর মাঝে খালেদা জিয়ার মুক্তি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করছে। দাবি ও দফার ক্ষেত্রে বিএনপ স্পষ্ট করতে পারেনি যে তাদের দফা আসলে কয়টি। কখনও ৩১ দফা, কখনও ১০ দফা, এরপর এখন একদফার আন্দোলনেও একই অবস্থা। সর্বশেষ দলীয় প্রধান খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্রে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছিল গত ২৪ সেপ্টেম্বর। ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও বিএনপি কিছুই করতে পারেনি। আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার পর দলের মহাসচিব আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্টিমেটামের মধ্যে কাজ না হলে কি করা হবে সেই সিদ্ধান্তই তাদের ছিলনা। ফলে কোনো আন্দোলনেই জনসম্পৃক্ততা পায়নি দলটি। সিদ্ধান্তহীনতা, নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, সমন্বয়হীনতার কারণে কোনো আন্দোলনেই যেমন দৃশ্যমান সফলতা আসেনি। তেমনি বারবার দলের নেতাকর্মীদেরকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

২০১১ সালে খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন হবে, সে বছর ঈদ এসেছিল ঠিকই কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে আন্দোলন করতে পারেনি বিএনপি। একইভাবে ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালেও ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন খালেদা জিয়া। প্রতিবছর ঈদ এলেও খালেদা জিয়ার সেই আন্দোলন আর আসেনি। বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমান ২০২২ সালে ঘোষণা করেছিলেন ১০ ডিসেম্বরের পর খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে। গেল ১০ ডিসেম্বর, কিন্তু ঈদের পর আন্দোলনের মতোই আবারও শুভংকরের ফাঁকি দিলো বিএনপির আন্দোলন।

বিএনপির চলমান কর্মসূচি শেষ হবে ৫ অক্টোবর। এরপর পরবর্তী ধাপের আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে। তাদের পরিকল্পনা সেই আন্দোলন ২০ তারিখ পর্যন্ত চালানোর পর ২৪ তারিখের থেকে চূড়ান্ত কর্মসূচি দেওয়া হবে। দলটির এমন বিশ্রাম-বিরতি দিয়ে আন্দোলন করার প্রবণতায় বেজায় নাখোজ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।
এজন্য দলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নেতা আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছেন, যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন তাদের মাঝেও উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে। অনেককেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিতেও দেখা যাচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানান, দলটির নেতা কে? প্রতি মুহূর্তে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। চেয়ারপারসেন খালেদা জিয়া বর্তমানে সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং শারীরিকভাবে রাজনীতি করতে অক্ষম। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও ফেরারি আসামি হয়ে দেশের বাইরে। মহাসচিবসহ অন্য নেতারাও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। একারণে আন্দোলন কর্মসূচিতে ঠিকমতো সমন্বয় হচ্ছে না। এই সুযোগটি নিচ্ছে সরকারি দল।

বিএনপি নেতাদের মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই বলে দাবি করেছেন দলটির মহাসচি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার পতনের আন্দোলনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই লড়াইয়ে সবাইকে থাকতে হবে এবং এই সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের র্যা বের ওপর স্যাংশন এবং ভিসানীতির কারণে সরকার কিছুটা চাপে আছে বলে মনে করে বিএনপি। এজন্য মাঠের আন্দোলনের চেয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপে দিকে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা অপেক্ষায় আছে বিএনপি নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার মনে করেন, বিএনপি বিগত এক বছর ধরে যে আন্দোলন চালিয়ে আসছে তাতে তাদের দাবি আদায় বা লক্ষ্য পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, ‘বিএনপি বিদেশি চাপের কথা বলে ও ষড়যন্ত্র করে যে চাপ দিতে চাইছে তাতে আওয়ামী লীগ বিচলিত নয়। এ অবস্থায় যদি সমঝোতার কথা সামনে আসে, তাহলে প্রশ্ন হলো, সমঝোতা হবে কোন বিষয়ে?, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি উচ্চ আদালতের আদেশে বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১৮ সালের মতো বিদ্যমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কোনো সমঝোতার পথ বিএনপির সামনে খোলা নেই।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘সব বিষয়ে জনসমর্থন হারিয়ে দিশেহারা বিএনপি আন্দোলনের নামে খালি কলশি বাজিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘর গুছিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার মতো প্রস্তুতি দলটির নেই। প্রধান বিরোধীদল হিসেবে দাবি করলেও এখন দলটির অবস্থান অত্যন্ত নড়বরে। অক্টোবরেই ফয়সালা করার মতো সক্ষমতা দলটির নেই। যেকোনো উপায়ে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে দলটি।’

অক্টোবর নিয়ে ভয় তৈরি করছে বিএনপি

অক্টোবরে বিএনপি কী করবে বা কী করতে পারবে—এখন এই প্রশ্নেই আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলনের পরিণতি দেখতে চায় তারা। এমন চিন্তা থেকে যুগপৎ আন্দোলনকে অক্টোবরের মধ্যেই চূড়ান্ত ধাপে নিতে কৌশল ঠিক করছে দলটি। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে ইতোমধ্যে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে সারা দেশে দলের নেতা–কর্মীদের।

কী হবে অক্টোবরে সে নিয়ে শঙ্কায় আছে মানুষ। সরকার এবার বিনা চ্যালেঞ্জে একতরফা নির্বাচনের দিকে যাতে এগোতে না পারে, সে

আন্দোলনের ভয় দেখানোর কারণে অমাদের নানা সামাজিক কর্মসূচি আমরা স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আগের মতো জ্বালাও পোড়াও করে জনগণের সমর্থন আদায় করতে পারবে না এটা দলটিকে মেনে নিতে হবে।’

উল্লেখ্য, ঢাকায় বড় জমায়েতের মহাসমাবেশ করার পরদিনই গত ২৯ জুলাই রাজধানীর প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচিতে বিএনপির নেতা–কর্মীদের জমায়েত সেভাবে ছিল না। সেই পরিস্থিতি ছিল তাঁদের জন্য একটা বড় ধাক্কা। এরপর আগস্টে আবার দুই দফায় গণমিছিল–পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে এক দফার যুগপৎ আন্দোলনে ফিরেছে বিএনপি। এখন দলটি অক্টোবর মাসের মধ্যে তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিতে চাইছে।

শিশু হত্যা করছে বিএনপি, রক্ষা করছেন শেখ হাসিনা

চট্টগ্রাসের মিরসরাইয়ের আজমপুর বাজারে তাণ্ডব করছিল বিএনপি কর্মীরা। এরই ছবি তুলছিল জাহেদ। আজকাল সবাই যেমন তোলে। রুমনের মামা ইউনুস নূরী জানান, তখন ছবি তোলার অপরাধে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধাওয়া করে রুমনকে। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। একসময় তাঁরা তাকে মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে বিএনপির এক কর্মী। এতে সে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক খন্দকার নোমান সায়েরী্ও জানান, মাথায় আঘাতজনিত কারণে রুমনের মৃত্যু হয়েছে।

এই মৃত্যু নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। রুমন কোন দলের কর্মী। আদৌ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কী না। আরও নিশ্চই হবে। কিন্তু তাতে এখন মৃত রুমনের কিছু যায় আসে না। যায় আসে তার পরিবারের। বাবাহীন এই কিশোর মা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলেন ছেলেটি বড় হবে, তাঁর দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু সেই স্বপ আজ অতীত। যেরকম ভাবে ২০১৩-১৪ সালে অতীত হয়েছিল আরও বহু পরিবারের স্বপ্ন ।

আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই তাহলে দেখবো, সন্ত্রাস করে এরকম

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন উপবৃত্তি এবং বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। উপবৃত্তির অর্থ সরাসরি তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মা অথবা বৈধ অভিভাবকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৪,৮২,৩১,৭০০ টাকা সরকার উপবৃত্তি দিয়েছে। নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ আওয়ামী লীগের আমলেই গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় এখন শিক্ষক পদের ৬০ শতাংশ নারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রয়েছে।

কন্যা শিশুর অগ্রাধিকারমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন-২০২০ এবং যুগোপযোগী বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রীড়াঙ্গনেও আমাদের মেয়েরা ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে।

ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলের নারী ও বালিকাদের ‘পরিবর্তনের কারিগর’ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এসডিজির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গ্লোবাল সাউথ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের নারীবান্ধব শিক্ষানীতির কারণে দেশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের তালিকাভুক্তি বেড়েছে ৯৯ শতাংশ। মেয়ে-ছেলে স্কুলে তালিকাভুক্তির অনুপাত ৫৩:৪৭-এ উন্নীত হয়েছে।

আয়ামী লীগ সরকারের শাসনামল মূল্যায়ন করে আজ একথা অন্তত বলা যায় যে তারা ক্ষমতায় থাকুক কিংবা না থাকুক তাদের কাছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। কারণ আজ পর্ন্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে শিশু কিশোর বিরোধী কোন পদক্ষপের তথ্য তাদের বিরোধী পক্ষের কাছেও নেই।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।